

উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার (صلى الله عليه وسلم) গুমরাহীর কারণ কি?

যুগে যুগে বিভিন্ন নাবীর (عليه السلام) উম্মাতের মধ্যে যেভাবে ধীরে ধীরে নানারকমের গুমরাহী (ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি) দেখা দিয়েছিল, তদ্রূপ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মাতের মধ্যেও নানা ধরনের গুমরাহীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে।

আর যে সব গুমরাহী যে পথে ঐ সব উম্মাতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, অবিকল সে সব গুমরাহী সেই সব পথ ধরেই এই উম্মাতের মাঝেও প্রবেশ করছে।

যেমন, রাছুল (ﷺ) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন:-

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَيْئًا بِشَيْرٍ، وَدِرَاعًا بِنِرَاعٍ----- الخ.^১

অর্থ- তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের পথগুলো হুবহু অনুসরণ করবে ইঞ্চি ইঞ্চি, গজ গজ করে----।^২

অন্য হাদীছে বর্ণিত, রাছুল (ﷺ) বলেছেন:-

لَتَسْلُكَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوًا نَعْلًا بِالنَّعْلِ.^৩

অর্থ- তোমরা প্রতি পদে পদেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের পথগুলো হুবহু অনুসরণ করবে, যেমনি জোড়ার একটি জুতার সাথে অপরটির হুবহু সাদৃশ্যতা ও মিল পাওয়া যায়। (অর্থাৎ গুমরাহী ও ভ্রষ্টতা অনুসরণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে তোমাদের তেমনি মিল থাকবে, যেমনি মিল থাকে এক জোড়া জুতার একটির সাথে অপরটির)।^৪

‘আক্বীদাহ ও ‘আমালের ক্ষেত্রে নাবীদের (عليه السلام) প্রদর্শিত পথ ও মতের অনুসরণই হলো হিদায়াত, আর এই পথ ও মত থেকে বিচ্যুত হওয়াই হলো গুমরাহী। পূর্ববর্তী উম্মাতের গুমরাহীর কারণ যা ছিল, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার গুমরাহীর কারণও হুবহু তা-ই। মুছা (عليه السلام) ও ঈছা (عليه السلام) এর উম্মাতের জন্য যা কিছু গুমরাহীর কারণ ছিল, আমাদের; এই উম্মাতের গুমরাহীর কারণও তাই। যেমন- ‘আক্বীদাহ ও ‘আমালের ক্ষেত্রে নাবীদের (عليه السلام) অনুসরণ বাদ দিয়ে শির্ক (অংশীবাদ) ও তাশবীহূর (সাদৃশ্যতা নির্ধারণ)

১. رواه البخاري و مسلم و أحمد

২. সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুছলিম ও মুছনাদে ইমাম আহমাদ

৩. مستدرک حاكم

৪. মুছতাদরাকে হাকিম

‘আক্বীদাহ সৃষ্টি করা, ধর্মের বিকৃতি সাধন করা, ধর্মের মধ্যে বিদ‘আত তথা নতুন নতুন রীতি-নীতি ও প্রথা চালু করা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি অন্যান্য উম্মাতের গুমরাহীর কারণ হয়েছে, তদ্রূপ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার গুমরাহীর কারণও এগুলোই।

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতের হিদায়াতের মূল ভিত্তি যা ছিল, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার হিদায়াতের মূল ভিত্তিও তাই। মুছা ﷺ ও ‘ঈছা ﷺ এর উম্মাতের জন্য যা কিছু হিদায়াতের মৌলিক ভিত্তি ছিল, আমাদের জন্যও তা-ই হিদায়াতের মৌলিক ভিত্তি।

মোটকথা, পূর্ববর্তী ও বর্তমান; উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার হিদায়াত ও গুমরাহীর মৌলিক ভিত্তির মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই, বরং তা সর্বযুগেই এক ও অভিন্ন। কেননা সকল নাবীরই (ﷺ) মূল দা‘ওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন। আর তা ছিল দা‘ওয়াতুত তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্বের প্রতি আহবান। যদিও ‘আমাল বা দ্বীনী আনুষ্টিগিক বিষয়ে তাদের দ্বীন বা শারী‘য়াতে কিছুটা পার্থক্য ছিল, কিন্তু মৌলিক ‘আক্বীদাহগুলো ছিল এক ও অভিন্ন। সকল নাবীরই উম্মাতকে আল্লাহর একত্বের দিকে (তাওহীদের দিকে) আহবান জানিয়েছেন এবং শিরক, বিদ‘আত ও তাশবীহ, তামছীল (মানবীয় কোন গুণ আল্লাহর ﷻ জন্য সাব্যস্ত করা, কিংবা আল্লাহর জন্য কোনরূপ সাদৃশ্য নির্ধারণ করা) ইত্যাদি বর্জন করার এবং এরূপ ‘আক্বীদাহ পোষণ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।